যুগান্তর
তারিখ 18 FEB 2008 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের মান

চলার পথে

নির্মল সেন

শিক্ষা

১৮ জুন-২০০৭ তারিখে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বর্তমানে সরকার একমুখী শিক্ষা স্থগিত রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে াঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য িদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচলিত পরীক্ষা দ্ধতিতে ৫০ শতাংশ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর, প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ ম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি াঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ৪০ তাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে। বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমান নির্ধারিত ৫০ তাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত াকবে। তবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ তাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ তাংশ নম্বর বহু নির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে। প্রতিটি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ াকবে। এ হিসেবে বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ াকবে। যেসব বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ তাংশ নম্বর নির্ধারিত সেসব বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন াকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ার যেসব বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ ম্বর নির্ধারিত সেসব বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

জ্ঞাপনে উল্লেখ আছে, প্রশ্ন প্রণেতারা বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের াব বিষয়বস্তু বিবেচনায় এনে চিন্তন কর্মকর্তার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এ জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক অনুসরণ করতে হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রশ্ন প্রণেতারা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন। পরীক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের আগে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকরা উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।

কথা ছিল, এ পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। কিন্তু ৩১-১২-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত ছিল। অপরদিকে ১৮ জুন-২০০৭ তারিখের গেজেট সংক্রান্ত কোন ধারণা সাধারণ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এমনকি শিক্ষকদেরও থাকার কথা নয়। হঠাৎ করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস প্রকাশিত হওয়ায় হতাশায় ভুগছে ছাত্রছাত্রীরা, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে কিছু কিছু অভিভাবকের কথা হচ্ছে : এক, পুরনো পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হতো বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্নের আলোকে। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে প্রতিটি বড় প্রশ্ন করা হবে কাল্পনিক দৃশ্যের আলোকে কাঠামোবদ্ধভাবে। দুই, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রশ্নে জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই— এ চারটি অংশ থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত ১০ নম্বরের মান বণ্টন হবে যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪ এ হিসেবে। দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্নটি আমাদের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মান অনুযায়ী এতই জটিল যে, তাৎক্ষণিক উত্তর তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়বে। তিন, শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে ধাপে ধাপে কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত না করিয়ে হঠাৎ নবম শ্রেণীতে পরীক্ষা পদ্ধতির এ পরিবর্তন ছাত্রছাত্রীদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে। অনেকে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা ব্যাহত হবে। চার, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির আলোকে কোন নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়নি। পুরনো পদ্ধতির পাঠ্যবইয়ের প্রতি অধ্যায়ের অনুশীলনীতে নতুন পদ্ধতির কোন ধারণা এবং কোন নমুনা প্রশ্ন দেয়া নেই। এতে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যায়ভিত্তিক কোন দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না। পাঁচ, পুরনো পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলোতে সংজ্ঞাভিত্তিক সাধারণ আলোচনা রয়েছে। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হবে তথ্য, বাস্তব ও অবস্থাভিত্তিক দৃশ্যপটের আলোকে। এক্ষেত্রে পদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তক— এ দু'য়ের ব্যবধানের কারণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং ফলাফল বিপর্যয় ঘটবে। ছয়, কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হবে কাল্পনিক দৃশ্যের ভিত্তিতে। কিন্তু স্বাভাবিক বাস্তবতায় মুখস্থ বিদ্যায় বছরের পর বছর পারদর্শী ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অভ্যাসগত

কারণেই কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক বেশি সময় লাগবে। এতে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর লিখতে ব্যর্থ হবে। সাত, নমুনা প্রশ্নাবলী পর্যালোচনায় দেখা যায়, গণিতসহ অন্য বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময়ের মধ্যে উত্তর প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব। উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর সম্পন্ন করতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি সময় লাগার কথা। এতে করে সব প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীর পক্ষেই সম্ভব হবে না। আট, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের শেষে মাত্র একটি করে নমুনা প্রশ্ন সংযুক্ত করা হয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তাদের সামনে অন্য কোন দিক-নির্দেশনা না থাকায় তারা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাইভেট শিক্ষকের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। নয়, স্বাভাবিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা লাভ করতে হবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পাঠদানের মাধ্যমে। অথচ এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ নামমাত্র দায়সারা গোছের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেও তাতে তেমন কোন লাভ হবে না। তারা অন্ধকারেই রয়ে গেছেন। পারছেন না স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা দিতে, যার ফলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

এ ব্যাপারে তাদের কথা হচ্ছে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা তারা চায়। তারা চায় তাদের সন্তানরা স্বশিক্ষিত, সুশিক্ষিত হয়ে উঠুক। কিন্তু হঠাৎ করে দীর্ঘ ৮ বছরের মজ্জাগত পদ্ধতি পরিবর্তন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যদি ভীতির সৃষ্টি করে, তবে তা সমগ্র জাতির জন্য আনন্দদায়ক না হয়ে পীড়াদায়ক হবে। তাই তারা এ পদ্ধতি আপাতত বাতিল করে শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে চালু করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হোক। তাদের এ দাবি যৌক্তিক। এ ব্যাপারে আমার প্রশ্ন ভিন্নতর। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অবকাঠামো ছাড়াই কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কেন? কেন নতুন বছরের শুরুতেই নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা শুরু হয়েছে আতংকের মধ্যে? কেন স্বাধীনতা-পরবর্তী ৩৭ বছরেও জাতির শিক্ষার জন্য প্রকৃত কাঠামো অর্থাৎ একটি যুগোপযোগী, গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা নীতি চালু হল না? বারবার শিক্ষা কমিশন গঠিত হল। কোটি কোটি টাকা খরচ করে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট তৈরি হল। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি বিগত ৩৭ বছরে বারবার শুনেছি। কিন্তু ফলাফল শূন্য। যে জাতির কোন শিক্ষানীতি নেই সে জাতির জন্য কাঠামোবদ্ধ হোক বা অন্য যাই হোক না কেন ফলাফল শূন্য হবেই। বারবার একমুখী, দ্বিমুখী, বহুমুখী, কাঠামোবদ্ধ বহু উদ্যোগই দেখলাম। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে, সব উদ্যোগই 'পুকুর খনন করার আগেই মাছ চাষ করার মতো' বা 'ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার মতো'।

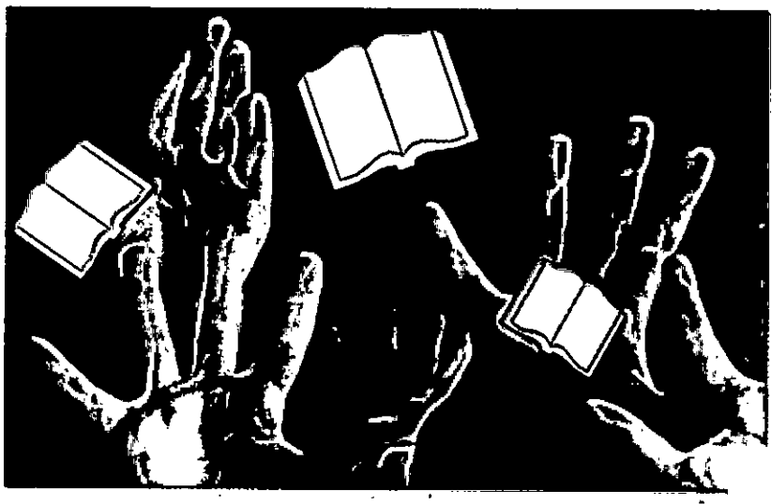

কথা ছিল ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করার। ব্যাপক সমালোচনার মুখে তা ৩১/১২/০৭ তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। এর ফলে ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে তা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পদ্ধতি নতুন, কিন্তু বই, অনুশীলনী, সবই আগেকার। ফলে আতংক তাড়া করছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের শতকরা ৭০ ভাগ ও সরকার কর্তৃক শতকরা ৩০ ভাগ অর্থায়নে ৫১০ কোটি টাকার তহবিলে প্রজেক্ট গঠন করা হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রকল্প শেষ হয়েছে, অর্থ ব্যয় হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কোন সুফল আসেনি। আরও অবাক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ৫১০ কোটি টাকা খরচের পরও এই

জরুরী চাই : অ
ছে+৫-৬") ১
ও স্বাবলম্বী হও
িতে চাই।
প্রতিবন্ধী, সন্ত
নয়-স
৬৫৪৯২।
ই : বৃহত্তর
ড়ীর মালিক
২২-৫-৫") সুদ
কা, কানাডা,
চাই। সরা
৬০৩।
ী চাই : অবিব
প্র ভোর্স/ বিধবা, পাত্র
উ.-৩") (৪৫-৫-৮")
সরাসরি আর্থিক সহায়
০১৭১২৩৬৯৯৯৬, ০১৭

পাত্রী চাই : পাত্র (S
৩৫ বছর বিধবা বন্ধ্যা
ঢাকায়, বাড়ী ব্যবসা
মিডিয়া নয়, সরাসরি
০১৭১২০০৯২১৮।
উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী
৮") পিএইচডি অধ্যয়ন
৫-৪" এমএসএস অ
পাত্র-পাত্রীদ্বয়ের দেশী+
পাত্রী। চুক্তিতে দায়িত্ব
রাহবার ডটকম। #
০১৭১৪৭৫৮৫৬৪।
জরুরী পাত্র-পাত্রী
সিটিজেন+দেশী পাত্র-পা
জেনে দায়িত্ব নেওয়া হয়
আল-রাহবার
০১৭১৯৫৮৮১২৮, ০১৭

পাত্র চাই : বুয়েটের
মেকানিক্যাল, আর্কিটেক্ট
কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়া
ইঞ্জিনিয়ার/ এমবিএ পাত্র
১২, রোড-৩০,
৮৮৩৩৬৮৭, ৮৮৩৫৬৫
পাত্রী চাই : ফর্সা
ঘরের। পাত্রী সরাসরি
পারেন। পাত্র
০১৭৩৫৩৭১১৮২।
পাত্রী চাই : (ইঞ্জি
সামরিক অফিসার (৫-
ব্যাংকের উচ্চপদস্থ
১১",২৯) হ্যান্ডসাম পাত্র
গুলশান মিডিয়া,
৮৮১৪০৪৪, ৮৮২১৬৭৮
হিন্দু সিটিজেন পাত্রী
পরিবারের (৫-৫"+৩৭)
ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য
পাত্রী চাই। সরাসরি-০১৭

পাত্রী চাই : অস্ট্রেলিয়া
৫"+৩০) এমএসসি
পাত্রের লম্বা (৫-
ইউনিভার্সিটি থেকে
মধ্যবিত্তের পাত্রী চা
BDHARUN@YAHO
সরাসরি-০১৭২-৭৭০১৯৪

বয়স্ক/সিটিজেন পাত্রী
সেটেল্ড, ব্যবসায়ী (৪৪+
জন্য বয়স্ক/ইউরোপীয়
চাই। পাত্র পরহেজগা
সরাসরি ০১৬৭২২২৪৪০৯

আর্জেন্ট বয়স্ক পাত্রী
ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট, এমবি